তারিখ ১৫ AUG 2017
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

যুগান্তর

তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি

এক কেনাকাটায় গচ্চা যাবে ২০ কোটি টাকা

মুসতাক আহমদ

স্কুলের আসবাবপত্র কেনাকাটার এক কাজেই ২০ কোটি টাকা গচ্চা দিতে যাচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর (ডিপিই)। সর্বনিম্ন দরদাতার পরিবর্তে বেশি দরে কাজ দেয়ার উদ্যোগ নেয়ায় এ বাড়তি অর্থ ব্যয় হবে। বিশ্বব্যাংকসহ ১০টি দাতা দেশ ও সংস্থার অর্থায়নে বাস্তবায়িত তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির (পিইডিপি-৩) অধীনে এ কেনাকাটা হবে। সর্বনিম্ন দরদাতার পরিবর্তে বেশি দরদাতাকে কাজ দেয়ার ব্যাপারে বিশ্বব্যাংক ইতিমধ্যে ব্যাখ্যা চেয়েছে বলে জানা গেছে। তবে ডিপিইর পরিচালক (পরিকল্পনা) জানিয়েছেন, সরকারি ক্রয়নীতি মেনেই দরদাতা প্রতিষ্ঠান বাছাই করা হয়েছে। সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠানগুলো দরপত্রের শর্ত পূরণ না করায় কাজ দেয়া যায়নি। তার মতে, ভালো কাজের জন্য ২০-৫০ কোটি টাকা খরচের বিষয়টি বড় নয়।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের স্কুলে টেবিল, চেয়ার ও বেঞ্চ সরবরাহের লক্ষ্যে ডিপিই গত বছরের অক্টোবরে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করে। চলতি বছরের ১২ জানুয়ারি দরপত্র দাখিলের শেষ দিন ছিল। ৮টি লটে এতে তিনটি বিদেশিসহ ১৪টি আসবাবপত্র সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়। দরপত্রের ওপেনিং রেজাল্টপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায়, 'আর' আদ্যক্ষরের একটি প্রতিষ্ঠান ৮টি লটের মধ্যে বেশ কয়েকটিতেই সর্বনিম্ন দরদাতা হয়েছে। এছাড়া 'ন' আদ্যক্ষরের একটি প্রতিষ্ঠান দুটিতে সর্বনিম্ন দরদাতা হয়। কিন্তু দুটির কোনোটিই সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান পাচ্ছে না। তবে দরদাতা ১৪টির মধ্যে কোন প্রতিষ্ঠান কাজ পাচ্ছে তা নিয়েও রাখঢাক চলছে। গত এক সপ্তাহ ধরে ডিপিইর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের কছে একাধিকবার যেয়েও এ ব্যাপারে তথ্য পাওয়া যায়নি।

এ দরপত্রের প্রাথমিক, কারিগরি ও আর্থিক মূল্যায়ন শেষে চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরির কাজ করেছেন ডিপিই পরিচালক (পরিকল্পনা) আবদুর রউফ। এ ব্যাপারে তার কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'দরপত্র কার্যক্রম চলাকালে তথ্য প্রকাশের কোনো নিয়ম নেই।' অপর পরিচালক (অর্থ) মহেশ চন্দ্র রায় বলেন, 'আমি এ পদে এক মাস আগে যোগদান করেছি। তাই টেন্ডার মূল্যায়ন কমিটির প্রধান হলেও আসলে কিছুই জানি না।'

তবে ডিপিই মহাপরিচালক ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল ৩০ জুলাই জানান, কমিটির সদস্যরা কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে আসবাবপত্র সরবরাহের কাজ দেয়ার সুপারিশ করেছেন। সে অনুযায়ী একটি প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ দেয়া হবে। তবে তিনি নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের নাম প্রকাশ করেননি।

অবশ্য ডিপিইর একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা যুগান্তরকে বলেন, 'দুটি প্রতিষ্ঠান আসবাবপত্র সরবরাহের কাজ পাচ্ছে। এ লক্ষ্যে মহাপরিচালকের কাছে ফাইল পাঠানো হয়েছে।' ওই দুই প্রতিষ্ঠান সর্বনিম্ন দরদাতা নয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। একটি সূত্র জানায়, এ দুটি প্রতিষ্ঠান যে দরে কাজ পাচ্ছে তাতে প্রায় ৮২ কোটি টাকা খরচ হবে। আর সর্বনিম্ন দরদাতাদের কাজ দেয়া হলে খরচ হতো ৬২ কোটি টাকা। সেই হিসাবে এ খাতে অন্তত ২০ কোটি টাকা গচ্চা যাচ্ছে।

এ ব্যাপারে পরিচালক (অর্থ) মহেশ চন্দ্র রায় বলেন, 'শর্ত পূরণ না করলে সর্বনিম্ন দরদাতা হলেও কোনো প্রতিষ্ঠানকে কাজ দেয়া যায় না। তাছাড়া কাকে বাদ দেয়া হয়েছে বা কোন প্রতিষ্ঠান কাজ পাচ্ছে তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি।'

পরিচালক (পরিকল্পনা) আবদুর রউফ বলেন, 'যোগ্য প্রতিষ্ঠানই কাজ পাচ্ছে। প্রতিষ্ঠান বাছাইয়ে সাতজনের একটি কমিটি কাজ করেছে। সেখানে ব্যক্তিবিশেষের মতামতের প্রতিফলন প্রাধান্য পায় না।' তিনি আরও বলেন, 'আমরা ৮টি লটে (ভাগে) ৮০ থেকে ৮৪ কোটি টাকার আসবাবপত্র কেনার লক্ষ্যে দরপত্র আহ্বান করেছি। এ কাজে যেসব প্রতিষ্ঠান সর্বনিম্ন দরদাতা হয়েছে, তাদের সিকিউরিটি ভ্যালিডিটির (ব্যাংক গ্যারান্টি) মেয়াদ কম ছিল। তাই তাদের কাজ দেয়া যায়নি।' এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'বিশ্বব্যাংকও সর্বনিম্ন দরদাতাকে কাজ দেয়া হচ্ছে না কেন তা জানতে চেয়েছিল। কমিটি দরদাতাদের সব তথ্য পুনর্মূল্যায়ন করে বিশ্বব্যাংককে জানিয়ে দিয়েছে, আগের দেয়া সিদ্ধান্তই সঠিক।'

এ ব্যাপারে 'আর' আদ্যক্ষরের সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠানের উপ-মহাব্যবস্থাপক এম. তৌহিদ ■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ১

৫০ হাজার ল্যাপটপ কেনার দরপত্র নিয়ে আদালতে মামলা

এর আগেও ল্যাপটপ কেনাকাটায় জাল সফটওয়্যার সরবরাহের অভিযোগ ওঠে

এক কেনাকাটায় গচ্চা যাবে ২০ কোটি টাকা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

ইসলাম ভূঁইয়া যুগান্তরকে বলেন, 'আমাদের যে যুক্তিকে বাদ দেয়া হচ্ছে তা খোঁড়া। যেসব প্রতিষ্ঠান কাজ পাচ্ছে, তাদের ব্যাংক গ্যারান্টির মেয়াদও ৩০ জুলাই শেষ হয়ে যায়। কাজ দেয়ার জন্য তাদের ব্যাংক গ্যারান্টির মেয়াদ বাড়ানোর সুযোগ দেয়া হয়েছে। অথচ ২৭ জুলাই চিঠি দিয়েও আমরা সেই সুযোগ পাইনি।'

এ অভিযোগের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে দরপত্র প্রক্রিয়ায় জড়িত দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সাবেক ওই সভাপতি এ প্রতিবেদককে বলেন, 'অভিযোগ সঠিক নয়। কাউকেই সময় বাড়ানোর সুযোগ দেয়া হয়নি। এ নিয়ে আপনাদের এমন নিউজ করা ঠিক হবে না, যে কারণে নিজেরা বেকায়দায় পড়েন।' এর আগে পিইডিপি-৩ আওতায় ৩৯ হাজার ৩৭টি ল্যাপটপ ক্রয়ে জাল সফটওয়্যার সরবরাহের অভিযোগ ওঠে। সেই অভিযোগ নিয়ে অনেক শোরগোল হয়েছে। বর্তমানে আরও ৫০ হাজার ল্যাপটপ কেনার প্রক্রিয়া চলছে। এ কাজ নিয়ে আদালতে একটি মামলা পর্যন্ত হয়েছে বলে জানান ডিপিই পরিচালক আবদুর রউফ। সংস্থাটির আরেক কর্মকর্তা জানান, হালনাগাদ প্রযুক্তির বদলে কোরআইথ্রি প্রযুক্তির ৫০ হাজার ল্যাপটপ কেনা হচ্ছে। এতে ভবিষ্যতে কোনো ল্যাপটপ মেরামতের প্রয়োজন হলে বাজারে পার্টস সংকট দেখা দিতে পারে।

এ প্রসঙ্গে আবদুর রউফ বলেন, 'কেউ কাজ না পেলে অভিযোগ-মামলা করতেই পারে। সেটা কতটা যৌক্তিক তা বিবেচনার দাবি রাখে।' পরিচালক মহেশ চন্দ্র রায় বলেন, 'আমরা যখন দরপত্র দিয়েছি তখন ল্যাপটপে হালনাগাদ প্রযুক্তিই চেয়েছিলাম। টেন্ডার প্রক্রিয়ায় সময় লাগে। তাই এ প্রযুক্তি এখন ব্যাকডেটেড মনে হতে পারে।' ২০১১ সালের পিইডিপি-৩ শুরু হয়। ২২ হাজার ১৯৬ কোটি টাকার এ কর্মসূচিতে বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ ১০টি দেশ ও দাতা সংস্থা আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে।